Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আক্তার লিজা

রোলঃ 23100120497

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আক্তার লিজা

রোলঃ 23100120497

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা আক্তার লিজা, আইডিঃ 23100120497 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Liza

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তাহমিনা আক্তার লিজা

আইডিঃ 23100120497

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
শুরু কথা 7
যাকাত ও সাদাকাহ : অর্থ, তাৎপর্য ও পার্থক্য 8
যাকাত ও সাদাকাহর তাৎপর্য 10
যাকাত কাদের উপর ফরজ? 11
যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময় 13
কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে সময়: 15
যাকাত প্রদানের নিয়ত 16
যাকাতের নিসাব 17
যাকাতের নিসাবের পরিমাণ 19
৩. নগদ অর্থের যাকাত 21
ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত 23
কোম্পানির যাকাতের মূলনীতি 25
শিল্প-কারখানার যাকাত 27
ব্যবসায়িক জমির যাকাত 28
গবাদিপশুর যাকাত 29
কৃষিজ ফসল ও ফলের যাকাত (উশর) 31
খনিজ সম্পদের যাকাত 33
ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত 33
যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ 34
যাকাত কাকে দেওয়া যায় না 38
যাকাত ব্যয়ে ভুল-ত্রুটি 41
অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যায় কি? 42

যাকাত আদায় না করলে শাস্তি 43

যাকাত অস্বীকার করার বিধান 47

যাকাতের আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা 48

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা 49

শেষ কথা 52

ভূমিকা

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটি ৩য় স্তম্ভ, যা সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন ও মানবকল্যাণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নামাজ যেমন ব্যক্তির আত্মিক উন্নতির মাধ্যম, তেমনি যাকাত সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার এক অনন্য ব্যবস্থা। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করাই যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা মানবসমাজের জন্য এক কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করা হলে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শুধু ইবাদত হিসেবেই নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবেও যাকাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজের অনেক মানুষ যাকাতের প্রকৃত বিধান, হিসাব পদ্ধতি ও সঠিক বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন না। ফলে অনেক সময় যাকাত আদায়ে অনিয়ম দেখা যায় এবং এর প্রকৃত সুফল সমাজে প্রতিফলিত হয় না। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে যাকাতের বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকর রূপ লাভ করতে পারেনি।

এই গবেষণাকর্মে যাকাতের পরিচয়, গুরুত্ব, ফরজ হওয়ার শর্ত, যাকাতের খাত, আধুনিক অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এর কার্যকারিতা আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাত ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আশা করা যায়, এই গবেষণা পাঠকদের যাকাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করবে এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শুরু কথা

মানবসমাজে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। ধনী শ্রেণি ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। ইসলাম আগমনের পূর্বে সমাজে দরিদ্রদের প্রতি অবহেলা, শোষণ ও নির্যাতন ছিল অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। এমন অবস্থায় ইসলাম মানবতার মুক্তি ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'যাকাত' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٤٣

"তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকু'কারীদের সাথে রুকু করো।"
— সূরা আল-বাকারাহ : ৪৩

যাকাত শুধু অর্থনৈতিক ইবাদত নয়; বরং এটি ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সৌহার্দ্য সহমর্মিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর মাধ্যমে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় এবং অসহায় মানুষের জীবনমান উন্নত হয়।

আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতির জন্য একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। আর যাকাত হল তার তৃতীয় স্তম্ভ। হাদীছে এসেছে,
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-
ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। ১- আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২- ছালাত ক্বায়েম করা। ৩- যাকাত আদায় করা। ৪- হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫- রামাযানের ছিয়াম পালন করা।[1]
[1]. বুখারী হা/৪, 'ঈমান' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৩, বঙ্গানুবাদ মিশকাত (এমদাদিয়া) ১/১৬ পৃঃ।

যাকাত ও সাদাকাহ : অর্থ, তাৎপর্য ও পার্থক্য

যাকাতের পরিচয়

"যাকাত" শব্দটি আরবি "زَكَاةٌ" থেকে এসেছে।'যাকাত' এর আভিধানিক অর্থ 'যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশি হয়'। অর্থাৎ, 'যাকাত' হচ্ছে 'বরকত'। যার মানে, 'পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা ও সুসংবদ্ধতা'।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের একটি অংশ নির্দিষ্ট খাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। যাকাত মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি করে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمۡ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ١٠٣

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন....।"
— সূরা আত-তাওবা : **১০৩**

ইসলামে যাকাত কেবল দান নয়; বরং এটি গরিব মানুষের হক বা অধিকার। কুরআনে বলা হয়েছে—

وَفِیۡۤ اَمۡوَالِہِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ

"তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"
— সূরা আয-যারিয়াত : **১৯**

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে কৃপণতা দূর হয়, সম্পদে বরকত আসে এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। তাই যাকাত একদিকে যেমন ইবাদত অন্যদিকে তেমনি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সাদাকাহর পরিচয়

“সাদাকাহ” শব্দটি আরবি “صَدَقَة” থেকে এসেছে, যার অর্থ সত্যতা, আন্তরিকতা ও দান। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেকোনো ধরনের সাহায্য বা দানকে সাদাকাহ বলা হয়।

সাদাকাহ শুধু অর্থ-সম্পদ দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের উপকারে আসে এমন প্রতিটি ভালো কাজই সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ» . رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি ভাল কাজই সদাক্বাহ্ (সাদাকা), আর তোমার নিজের কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং কোন ভাইয়ের পাত্রে নিজের বালতি থেকে পানি ঢেলে দেয়াও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত।

আত্ তিরমিযী ১৯৭০, আহমাদ ১৪৮৭৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৪২, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৮৪।

হাসিমুখে কথা বলা, অসহায়কে সাহায্য করা, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা—এসবও সাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে সাদাকাহ মানুষের হৃদয়ে দয়া, সহানুভূতি ও মানবিকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَاذَا يُنۡفِقُوۡنَ ؕ قُلۡ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ خَيۡرٍ فَلِلۡوَالِدَيۡنِ وَالۡاَقۡرَبِيۡنَ وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِؕ وَمَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيۡمٌ ٢١٥

“....তোমরা যে ভালো কাজই করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।”

— সূরা আল-বাকারাহ : ২১৫

যাকাত ও সাদাকাহর তাৎপর্য

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় যাকাত ও সাদাকাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

১. দারিদ্র্য বিমোচন

যাকাত ও সাদাকাহ দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

২. সম্পদের পবিত্রতা

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ পবিত্র হয় এবং সম্পদে বরকত বৃদ্ধি পায়।

৩. সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

ধনী ও গরিবের মাঝে বৈষম্য কমে গেলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ হ্রাস পায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি

সাদাকাহ মানুষের মধ্যে দয়া, সহমর্মিতা ও উদারতা সৃষ্টি করে।

যাকাত ও সাদাকাহর পার্থক্য

বিষয়	যাকাত	সাদাকাহ
বিধান	ফরজ	নফল/ঐচ্ছিক
নির্দিষ্ট পরিমাণ	আছে	নেই
নির্দিষ্ট খাত	আছে	যেকোনো ভালো কাজে দেয়া যায়

সময়	বছরে একবার	যেকোনো সময়
প্রদানকারী	নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক	সামর্থ্য অনুযায়ী সবাই
উদ্দেশ্য	ফরজ ইবাদত পালন	অতিরিক্ত সওয়াব অর্জন

যাকাত ও সাদাকাহ ইসলামের সৌন্দর্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যাকাত মানুষের সম্পদকে পবিত্র করে এবং দরিদ্র মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সাদাকাহ মানুষের অন্তরে মানবিকতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এ দুটি বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব।

যাকাত কাদের উপর ফরজ?

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো যাকাত। এটি ধনীদের সম্পদের নির্ধারিত অংশ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সমাজের দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। তবে সবার উপর যাকাত ফরজ নয়; বরং কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে একজন মুসলমানের উপর যাকাত ফরজ হয়।

যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হবে, তার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে—

১. মুসলিম হতে হবে

যাকাত একটি ইবাদত। তাই এটি শুধুমাত্র মুসলমানের উপর ফরজ। অমুসলিমের উপর যাকাত ফরজ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ ٤٣

"তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকু'কারীদের সাথে রুকু করো।"
— সূরা আল-বাকারাহ : ৪৩

২. স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে দাস বা পরাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ নয়। কারণ সে নিজের সম্পদের পূর্ণ মালিক নয়। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা আবশ্যক।

৩. বালিগ ও বিবেকসম্পন্ন হতে হবে

হানাফি মাজহাব মতে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া শর্ত। তবে অন্যান্য মাজহাব মতে নাবালক বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির সম্পদেও যাকাত আদায় করতে হবে, যা তাদের অভিভাবক আদায় করবেন।

৪. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে

যে ব্যক্তি শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর যাকাত ফরজ হবে। এই নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদকে নিসাব বলা হয়। নিসাবের কম সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হবে না।

বর্তমানে প্রচলিত নিসাব হলো—
সোনা: সাড়ে ৭ ভরি (প্রায় ৮৫ গ্রাম)
রূপা: সাড়ে ৫২ ভরি (প্রায় ৫৯৫ গ্রাম)

৫. সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে

খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তার উপর যাকাত ফরজ হয়। প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিসপত্রের উপর যাকাত নেই।

৬. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে

যে সম্পদের উপর ব্যক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা নেই, সে সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয় না। যেমন—অন্যের আমানত রাখা সম্পদ বা অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ।

৭. সম্পদ বর্ধনশীল হতে হবে

যে সম্পদ বৃদ্ধি পায় অথবা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার উপর যাকাত ফরজ হয়। যেমন—ব্যবসার পণ্য, নগদ অর্থ, সোনা-রূপা ইত্যাদি।

৮. এক হিজরি বছর অতিবাহিত হতে হবে

নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্জনের পর পূর্ণ এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরজ হয়। একে "হাওল পূর্ণ হওয়া" বলা হয়। তবে কৃষিজ ফসল ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়।

৯. ঋণমুক্ত হতে হবে

যদি কোনো ব্যক্তির উপর এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করলে তার সম্পদ নিসাবের নিচে নেমে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না।

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার সময়

যাকাত আদায় প্রত্যেক মুসলমানের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ হয় না; বরং কিছু শর্ত পূরণ হলে যাকাত ওয়াজিব হয়। এসব শর্তের অন্যতম হলো "হাওল" বা এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া।

হাওল বা এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত:

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর তার ওপর পূর্ণ এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি। ইসলামি শরিয়তে এই এক বছরকে "হাওল" বলা হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এবং সেই

সম্পদ তার নিকট এক বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তাহলে বছর শেষে তার ওপর যাকাত আদায় করা ফরজ হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"কোনো সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত না হলে তাতে যাকাত নেই।"
তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; সনদ ছহীহ।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের স্থায়িত্ব এবং সময় অতিক্রম করা আবশ্যক।

বছরের শুরু ও শেষে নিসাব থাকা:

হানাফি মাজহাব মতে, বছরের শুরু এবং শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকাই মূল বিবেচ্য। বছরের মাঝখানে সম্পদ কিছুটা কমে গেলেও যদি বছর শেষে আবার নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে যাকাত ফরজ হবে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি মুহাররম মাসে নিসাব পরিমাণ টাকার মালিক হলেন। বছরের মাঝখানে ব্যবসায় লোকসানের কারণে সম্পদ কিছুটা কমে গেল কিন্তু বছর শেষে আবার নিসাব পরিমাণ সম্পদ হয়ে গেল। এ অবস্থায় তার ওপর যাকাত ফরজ হবে। তবে যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই সম্পদ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পরে নতুনভাবে সম্পদ অর্জিত হয়, তাহলে নতুন সম্পদের জন্য নতুন করে বছর গণনা শুরু হবে।

যদি কোনো ব্যক্তির মূল সম্পদের সঙ্গে একই ধরনের আরও সম্পদ যুক্ত হয়, তাহলে তা পূর্ববর্তী সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করা হবে।

যেমন, কারও কাছে বছরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ নগদ অর্থ ছিল। পরে বছরের মাঝামাঝি সময়ে সে আরও কিছু নগদ অর্থ লাভ করল। তাহলে নতুন অর্জিত অর্থ পূর্বের অর্থের সঙ্গে যোগ হয়ে একই বছরের শেষে যাকাতযোগ্য হবে। তবে নতুন সম্পদ যদি ভিন্ন প্রকৃতির হয়, তাহলে তার জন্য পৃথক হিসাব হতে পারে। যেমন—
আগে ছিল নগদ অর্থ, পরে ব্যবসায়িক পণ্য অর্জিত হলো।
এক্ষেত্রে ফিকহবিদদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

কৃষিজ সম্পদের ক্ষেত্রে সময়:

ফসল ও কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং ফসল উৎপাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উশর বা যাকাত আদায় করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

۞ وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ١٤١
۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّـٰتٍ مَّعْرُوشَـٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَـٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَـٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَـٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤١

আর তিনি (আল্লাহ) যিনি লতাগুল্ম বিশিষ্ট আর লতা-বিশিষ্ট নয় এমন উদ্যানরাজি, খেজুর গাছ ও বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, একই ধরনের ও আলাদা ধরনের যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন। যখন ফল ধরে তখন ফল খাও, আর ফসল তোলার দিন (নির্ধারিত ওশর ও অনির্ধারিত দানের মাধ্যমে) হক আদায় কর, অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ,
“ফসল কাটার দিনে তার হক আদায় কর।”
— (সূরা আল-আন‘আম : ১৪১)

অতএব কৃষিজ সম্পদের যাকাতের বিধান অন্যান্য সম্পদ থেকে ভিন্ন।

যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের ওপর পূর্ণ এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইসলাম মানুষের ওপর হঠাৎ আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে চায় না; বরং স্থিতিশীল ও বর্ধনশীল সম্পদের ওপরই যাকাত আরোপ করেছে।

যাকাত প্রদানের নিয়ত

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেও নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় শুদ্ধ হয় না। কারণ, ইসলামে প্রত্যেক আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—
"*সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।*"
— *(সহিহ বুখারি)*

নিয়তের অর্থ ও গুরুত্ব

নিয়ত অর্থ অন্তরের সংকল্প বা ইচ্ছা। যাকাত আদায়ের সময় মনে এ বিশ্বাস ও ইচ্ছা থাকতে হবে যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফরজ যাকাত আদায় করছে। শুধুমাত্র দান বা সাহায্যের উদ্দেশ্যে সম্পদ প্রদান করলে তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাকাতের নিয়ত না থাকে।

যাকাত যেহেতু একটি ফরজ ইবাদত, তাই এর জন্য নিয়ত করা আবশ্যক। নামাজ, রোজা ও হজের মতো যাকাতও ইবাদত; আর ইবাদতের মৌলিক শর্ত হলো একনিষ্ঠ নিয়ত।

নিয়তের সময়

যাকাত প্রদানের সময় অথবা যাকাতের সম্পদ পৃথক করার সময় নিয়ত করতে হবে। অর্থাৎ—

যখন কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ বা সম্পদ দেওয়া হবে অথবা যখন নিজের সম্পদ থেকে যাকাতের অংশ আলাদা করা হবে তখন অন্তরে যাকাত আদায়ের নিয়ত থাকতে হবে।

ফিকহবিদগণ বলেন, যাকাত দেওয়ার সময় মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়; বরং অন্তরের ইচ্ছাই যথেষ্ট। তবে কেউ মুখে বললে তা উত্তম।

নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় হয় না। কেউ যদি দরিদ্র ব্যক্তিকে সাধারণ দান হিসেবে অর্থ প্রদান করে পরে তা যাকাত হিসেবে গণ্য করার ইচ্ছা করে, তাহলে তা যাকাত

হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ যাকাত আদায়ের সময় নিয়ত থাকা শর্ত। তবে যদি কেউ যাকাতের নিয়তে অর্থ আলাদা করে রাখে এবং পরে তা গরিবকে প্রদান করে, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রতিনিধির মাধ্যমে যাকাত আদায়

কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে যাকাত বিতরণের দায়িত্ব দেন, তাহলে মূল মালিকের নিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে। প্রতিনিধি যাকাতের অর্থ বিতরণ করলেও যাকাত আদায়ের জন্য মালিকের অন্তরে নিয়ত থাকা আবশ্যক।

যাকাত ও সাধারণ দানের পার্থক্য

যাকাত এবং সাধারণ সদকা বা দানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো— যাকাত ফরজ এবং এর জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত প্রয়োজন। কিন্তু নফল দানের ক্ষেত্রে এমন বাধ্যতামূলক নিয়ত নেই। এজন্য যাকাত প্রদানের সময় যথাযথ নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

যাকাত আদায়ের জন্য নিয়ত একটি মৌলিক শর্ত। নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় শুদ্ধ হয় না। তাই যাকাত প্রদানকারীকে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ফরজ বিধান পালনের উদ্দেশ্যে আন্তরিক নিয়তের সঙ্গে যাকাত আদায় করতে হবে। এর মাধ্যমে যাকাত কেবল আর্থিক সাহায্য নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ ইবাদতে পরিণত হয়।

যাকাতের নিসাব

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো "নিসাব" পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অর্থাৎ কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন শরিয়ত নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এবং সেই সম্পদ এক চান্দ্র বছর পর্যন্ত তার মালিকানায় থাকে তখন তার ওপর যাকাত ফরজ হয়। তাই যাকাতের বিধান বুঝতে হলে নিসাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

নিসাবের সংজ্ঞা

"নিসাব" (نصاب) শব্দের অর্থ হলো নির্ধারিত সীমা বা পরিমাণ। ইসলামী শরিয়তে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের যে সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে নিসাব বলা হয়। কোনো ব্যক্তির সম্পদ এই সীমায় পৌঁছালে এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ হলে তার ওপর যাকাত আদায় করা ফরজ হয়ে যায়।

কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিসাব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন....।"

— সূরা আত-তাওবা : **১০৩**

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

আমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বুকায়র আন-নাকিদ (রাহঃ) .... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের* কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রৌপ্যে) যাকাত নেই।

— সহীহ মুসলিম , হাদীস : **২১৩৫**

অন্য হাদীসে এসেছে—

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ يَعْنِيْ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِك-َ

‘বিশ দ্বীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরয নয়। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ২০ দ্বীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দ্বীনার যাকাত দিতে হবে। এরপরে যা বৃদ্ধি পাবে তার হিসাব ঐভাবেই হবে’।[1]

[1]. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/১০১-১০২ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৮ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ ৩৬০ পৃঃ।

এসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, শরিয়ত যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ নির্ধারণ করেছে, যাকে নিসাব বলা হয়।

যাকাতের নিসাবের পরিমাণ

১. স্বর্ণের নিসাব

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই তো জনসাধারণের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (সূরা আত-তাওবাহ-৯:৩৪)

রাসূল সা: বলেছেন,
২০ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত ফরজ নয়। যদি কোনো ব্যক্তির নিকট ২০ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর যাবৎ থাকে তবে এর জন্য অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। (সুনানে আবু দাউদ)

হাদীসে বর্ণিত,
১ দীনার = ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ

২০ দীনার = (৪.২৫×২০)= ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ
আবার,
১১.৬৬ গ্রাম স্বর্ণ = ১ ভরি
৮৫ গ্রাম স্বর্ণ = (৮৫ ÷ ১১.৬৬)= ৭.২৯ ভরি স্বর্ণ।

যদি কারো কাছে এই পরিমাণ স্বর্ণ বা সমমূল্যের সম্পদ থাকে এবং তা এক বছর পর্যন্ত তার মালিকানায় থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে।

২. রৌপ্যের নিসাব

রাসূল সা: বলেছেন, '৫ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই' (সহীহ আল বুখারী)

১ উকিয়া = ৪০ দিরহাম।
৫ উকিয়া = (৪০×৫)=২০০ দিরহাম।

হাদীসে বর্ণিত, ২০০ দিরহাম = ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য।

১১.৬৬ গ্রাম = ১ ভরি।
৫৯৫ গ্রাম = ৫৯৫÷১১.৬৬= ৫১.০২ ভরি।

এই পরিমাণ রৌপ্য কারো নিকট ১ বছর থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ।

বর্তমানে অধিকাংশ আলেম রৌপ্যের নিসাবকে ভিত্তি ধরে যাকাত হিসাব করতে উৎসাহিত করেন, কারণ এতে গরিব মানুষের উপকার বেশি হয়।

৩. নগদ অর্থের যাকাত

বর্তমান যুগে মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে অধিকাংশ লেনদেন নগদ অর্থের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। ইসলামী শরীয়তে কাগজের টাকা নিজে স্বর্ণ বা রৌপ্য না হলেও এটি সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই নগদ অর্থও যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

নগদ অর্থের নেসাব

নগদ অর্থের নেসাব নির্ধারণ করা হয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্যের ভিত্তিতে।
বর্তমানে অধিকাংশ আলেম রৌপ্যের মূল্যের ভিত্তিতে নেসাব নির্ধারণকে অধিক উপযোগী মনে করেন, কারণ এতে গরিবদের উপকার বেশি হয় এবং যাকাতদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

নগদ অর্থে যাকাতের হার

ইসলামে নগদ অর্থের উপর নির্ধারিত যাকাতের হার হলো—
zakat= wealth × 2.5%
অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় ২ টাকা ৫০ পয়সা যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণ:
কারও কাছে ১,০০,০০০ টাকা থাকলে তাকে ১,০০,০০০ × ২.৫%= ২৫০০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

ব্যাংক নোট ও আধুনিক সম্পদের যাকাত

বর্তমানে কাগজের টাকা ছাড়াও ব্যাংক ডিপোজিট, সঞ্চয়পত্র, চেক, বন্ড, শেয়ার ইত্যাদি সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পদের মূল্য যদি নেসাব পরিমাণে পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রম করে তবে যাকাত ফরজ হবে।

নগদ অর্থের সাথে নিম্নোক্ত সম্পদগুলোও হিসাব করতে হবে—

- ➢ ব্যাংকে জমাকৃত টাকা

- ➢ মোবাইল ব্যাংকিং ব্যালেন্স
- ➢ সঞ্চয়পত্র
- ➢ প্রভিডেন্ট ফান্ড (যদি উত্তোলনের সুযোগ থাকে)
- ➢ ব্যবসায়িক পাওনা অর্থ
- ➢ বৈদেশিক মুদ্রা
- ➢ প্রদত্ত ঋণের যাকাত

কাউকে ঋণ দিলে সেই অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে কি না—এ বিষয়ে ইসলামী ফিকহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সাধারণত ঋণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

1. আদায়যোগ্য ঋণ
2. অনাদায়যোগ্য বা অনিশ্চিত ঋণ

১. আদায়যোগ্য ঋণের যাকাত

যে ঋণ ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, সেই ঋণের উপর যাকাত ফরজ হবে। যেমন—

- ❖ লিখিত চুক্তিভিত্তিক ঋণ
- ❖ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া ঋণ
- ❖ ব্যবসায়িক পাওনা

এক্ষেত্রে প্রতি বছর সেই অর্থ নিজের সম্পদের সাথে যোগ করে যাকাত হিসাব করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) এর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'আপনার যেসব ঋণ ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন, বছরপূর্তিতে আপনার উপর তার যাকাত প্রযোজ্য হবে।'[ইসলামের যাকাত বিধান: ইউসুফ আল কারযাভী]

২. অনিশ্চিত ঋণের যাকাত

যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা কম, যেমন—

- অস্বীকারকারী ব্যক্তির কাছে ঋণ।
- দেউলিয়া ব্যক্তির কাছে ঋণ।
- দীর্ঘদিন আটকে থাকা পাওনা।

এসব ঋণের উপর তা হাতে পাওয়ার আগে যাকাত ফরজ হয় না। তবে টাকা ফেরত পাওয়ার পর এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে বলে অনেক ফকীহ মত দিয়েছেন।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيد٢٦٧ ۞

হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তাথেকে ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। [সূরা বাকারাহ, আয়াত-২৬৭]

এখানে مَا كَسَبْتُم (যা তোমরা উপার্জন করো) দ্বারা ব্যবসায়ীক পণ্যকে বোঝানো হয়েছে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সকল পণ্য ইসলামী শরীয়তে যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"যে সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়, তার উপর যাকাত রয়েছে।"

ব্যবসায়িক পণ্য বলতে যা বোঝায়—

যে সব দ্রব্য লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য। যেমন—

- কাপড়
- খাদ্যদ্রব্য
- গাড়ি
- জমি (ব্যবসার উদ্দেশ্যে)

- ইলেকট্রনিক্স
- গবাদি পশু (ব্যবসার জন্য)
- নির্মাণ সামগ্রী
- কৃষিপণ্য ইত্যাদি

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত

1. পণ্য ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করা হতে হবে।
2. পণ্যের মূল্য নেসাব পরিমাণ হতে হবে।
3. এক চান্দ্র বছর অতিবাহিত হতে হবে।
4. পণ্যের মালিকানা পূর্ণভাবে থাকতে হবে।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত নির্ধারণ পদ্ধতি

বছর শেষে ব্যবসার সকল পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এরপর নগদ অর্থ ও আদায়যোগ্য পাওনা যুক্ত করে মোট সম্পদের হিসাব করতে হবে। এরপর দায়-দেনা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের উপর ২.৫% যাকাত আদায় করতে হবে।

হিসাবের সূত্র

Zakatable Amount = (Business Goods + Cash+ Receivables - Debts) × 2.5%

যেসব জিনিসে ব্যবসায়িক যাকাত নেই

ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত স্থায়ী উপকরণে যাকাত নেই। যেমন—

- দোকানের তাক
- অফিসের চেয়ার-টেবিল
- কম্পিউটার
- ফ্রিজ
- গাড়ি (নিজ ব্যবহারের)
- কারখানার মেশিন

তবে এগুলোর মাধ্যমে অর্জিত লাভের উপর যাকাত আসবে।

কোম্পানির যাকাতের মূলনীতি

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানি একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা হলেও প্রকৃত মালিক হচ্ছেন শেয়ারহোল্ডারগণ। তাই কোম্পানির যাকাত মূলত মালিকদের সম্পদের যাকাত হিসেবেই গণ্য হবে। ফিকহ একাডেমি, সমসাময়িক আলেম এবং ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে—

- যদি কোম্পানি নিজেই যাকাত আদায় করে, তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের পুনরায় যাকাত দিতে হবে না।
- আর যদি কোম্পানি যাকাত আদায় না করে, তবে প্রত্যেক শেয়ার মালিককে নিজ নিজ শেয়ারের অনুপাতে যাকাত আদায় করতে হবে।

শেয়ারের পরিচয় ও শরয়ী হুকুম

শেয়ার হলো কোনো কোম্পানির মূলধনের নির্দিষ্ট অংশের মালিকানার দলিল। একজন শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির লাভ-লোকসানে অংশীদার হন। বর্তমান যুগে শেয়ার ব্যবসা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে সব ধরনের কোম্পানির শেয়ার শরীয়তসম্মত নয়। শরীয়তসম্মত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, আর হারাম কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

কোন কোম্পানির শেয়ার বৈধ নয়?

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সাধারণত হারাম হিসেবে বিবেচিত হয়ঃ

1. সুদভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
2. মদ, জুয়া বা পর্নোগ্রাফি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি।
3. সুদকে মূল ব্যবসা হিসেবে গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান।
4. হারাম খাদ্য ও নিষিদ্ধ দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।
5. প্রতারণামূলক বা অবৈধ ব্যবসা পরিচালনাকারী কোম্পানি।

আল্লাহ বলেন—
“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”
— সূরা আল-বাকারা: ২৭৫

শেয়ারের যাকাতের বিধান
শেয়ারের যাকাত নির্ভর করে শেয়ার কেনার উদ্দেশ্যের উপর।

১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়
যদি কেউ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে শেয়ার কিনে, তবে তা ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতি বছর বাজারমূল্য অনুযায়ী ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণঃ
কেউ ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছে এবং এক বছর পরে এর বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। তাহলে ৬ লক্ষ টাকার উপর যাকাত হিসাব হবে।

২. বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়
যদি কেউ নিয়মিত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে এবং ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে কোম্পানির নগদ অর্থ, মজুদ পণ্য, বাণিজ্যিক সম্পদ
ইত্যাদির অনুপাতে যাকাত দিতে হবে।
তবে কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ যেমন—
ভবন, মেশিন, আসবাবপত্র, যানবাহন
এসবের উপর যাকাত নেই।

শেয়ারের যাকাত নির্ধারণের পদ্ধতি

ক) বাজারমূল্য অনুযায়ী
যদি শেয়ার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাহলে বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

খ) প্রকৃত সম্পদের অনুপাতে

যদি বিনিয়োগমূলক উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তবে কোম্পানির যাকাতযোগ্য সম্পদের অনুপাতে হিসাব করতে হবে।

লভ্যাংশ (Dividend)-এর যাকাত

শেয়ার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নগদ অর্থের অন্তর্ভুক্ত। তাই—

- তা নিসাব পরিমাণ হলে,
- এক বছর অতিবাহিত হলে,

২.৫% যাকাত দিতে হবে।

শিল্প-কারখানার যাকাত

বর্তমান যুগে শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী শরীয়তে শিল্পকারখানার যাকাত নির্ধারণে স্থায়ী সম্পদ ও চলতি সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

যেসব সম্পদের উপর যাকাত নেই—

1. কারখানার ভবন
2. মেশিনারি
3. উৎপাদন যন্ত্রপাতি
4. অফিস আসবাবপত্র
5. যানবাহন

কারণ এগুলো ব্যবসার উপকরণ, বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়।

যেসব সম্পদের উপর যাকাত ফরজ

1. কাঁচামাল
2. উৎপাদিত পণ্য
3. বিক্রয়যোগ্য মজুদ
4. নগদ অর্থ

5. ব্যাংক ব্যালেন্স
6. পাওনাদারদের নিকট আদায়যোগ্য অর্থ

এসবের মোট মূল্যের উপর ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়িক জমির যাকাত

জমির যাকাতও ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল।

১. বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে জমি

যদি কেউ জমি ব্যবসার জন্য ক্রয় করে, তাহলে সেটি ব্যবসায়িক সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রতি বছর বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

২. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জমি

নিজের বাসস্থান, কারখানা, অফিস বা কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত জমির উপর যাকাত নেই।

৩. ভাড়া দেওয়া জমি বা ভবন

জমি বা ভবনের মূল মূল্যের উপর যাকাত নেই। তবে ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিসাব পরিমাণ হলে এবং বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

গবাদিপশুর যাকাত

গবাদিপশুর পরিচয়

যেসব পশু মানুষের নিকট সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় এবং অধিকাংশ সময় মাঠে-ঘাটে চরে খাদ্য গ্রহণ করে, সেগুলোকে যাকাতযোগ্য গবাদিপশু বলা হয়। যেমন— উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ গবাদিপশুর যাকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তা অনুসরণ করেছেন।

গবাদিপশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া:
যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পশু থাকতে হবে।

২. এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া:
নিসাব পরিমাণ পশু মালিকানায় আসার পর পূর্ণ এক হিজরি বছর অতিক্রম করতে হবে।

৩. পশু চারণভূমিতে লালিত হওয়া:
যেসব পশু বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ঘাটে চরে খায়, সেগুলোর উপর যাকাত ফরজ হয়। যেসব পশুকে অধিকাংশ সময় ঘরে খাবার কিনে খাওয়ানো হয়, সেগুলোতে সাধারণত যাকাত ফরজ হয় না; তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পালন করলে যাকাত দিতে হবে।

৪. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে না হওয়া:
যদি পশু ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়, তবে তা ব্যবসায়িক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

উটের যাকাতের নিসাব

হাদিসে উটের জন্য নির্ধারিত নিসাব বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে—

উটের সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
৫–৯	১টি ছাগল
১০–১৪	২টি ছাগল
১৫–১৯	৩টি ছাগল
২০–২৪	৪টি ছাগল অথবা ১টি উয়াত
২৫–৩৫	১টি দুই বছর বয়সী উটনী
৩৬–৪৫	১টি তিন বছর বয়সী উটনী

এরপর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যাকাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

গরু ও মহিষের যাকাত

গরু/মহিষ/ষাড় ইত্যাদির যাকাতের নিসাব ৩০ টি। প্রতি ৩০ টির জন্য ১টি ১ বছর বয়সী গরু/মহিষ/ষাড় দিতে হবে এবং প্রতি ৪০ টির জন্য ১টি ২ বছর বয়সী গরু/মহিষ/ষাড় দিতে হবে। পশু যত বেশি হবে তাদেরকে ৩০ এবং ৪০ এই ২ সংখ্যায় ভাগ করে যাকাত নির্ধারণ করতে হবে।

গরু/মহিষের সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
৩০–৩৯	১টি ১ বছর বয়সী গরু/মহিষ/ষাড়
৪০–৫৯	১টি দুই বছর বয়সী গরু/মহিষ/ষাড়
৬০=(৩০×২)	২টি এক বছর বয়সী গরু/মহিষ/ষাড়
৭০= (৩০+৪০)	১ টি ১ বছর বয়সী এবং ১ টি ২ বছর বয়সী গরু/মহিষ/ ষাড়

প্রতি অতিরিক্ত ৩০টিতে একটি এক বছর বয়সী বাছুর এবং প্রতি ৪০টিতে একটি দুই বছর বয়সী গাভী দিতে হবে।

ছাগল ও ভেড়ার যাকাত

ছাগল/ভেড়া/মেষ/দুম্বা ইত্যাদির নিসাব ৪০ টি।

সংখ্যা	যাকাত
৪০–১২০	১টি ছাগল/ভেড়া/মেষ/দুম্বা
১২১–২০০	২টি ”
২০১–৩০০	৩টি ”
৩০০-এর বেশি	প্রতি ১০০টিতে ১টি

১. কর্মে ব্যবহৃত পশুর যাকাত

চাষাবাদ, মাল বহন বা গাড়ি টানার কাজে ব্যবহৃত পশুর উপর যাকাত নেই, যদি সেগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয়।

কৃষিজ ফসল ও ফলের যাকাত (উশর)

উশরের পরিচয়

জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর প্রদেয় যাকাতকে উশর বলা হয়। ইসলামে কৃষিজ উৎপাদনের উপর যাকাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

۞ وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا
تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ١٤١

আর তিনি (আল্লাহ) যিনি লতাগুল্ম বিশিষ্ট আর লতা-বিশিষ্ট নয় এমন উদ্যানরাজি, খেজুর গাছ ও বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, একই ধরনের ও আলাদা ধরনের যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন। যখন ফল ধরে তখন ফল খাও, আর ফসল তোলার দিন (নির্ধারিত ওশর ও অনির্ধারিত দানের মাধ্যমে) হক আদায় কর, অপচয় করো না, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।
— সূরা আল-আনআম : ১৪১

উশর ফরজ হওয়ার শর্ত

1. **জমিতে উৎপাদিত হওয়া**

ফসল বা ফল অবশ্যই জমি থেকে উৎপন্ন হতে হবে।

2. **নিসাব পরিমাণ হওয়া।** সাধারণভাবে পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ উৎপাদন হলে উশর ফরজ হয়। আধুনিক হিসেবে ৯৪৮ কেজি বা প্রায় ২৫ মণ।

3. **সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য হওয়া**

যেসব খাদ্য মজুদ করে রাখা যায় এবং মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর উপর উশর প্রযোজ্য।

উশরের পরিমাণ

(ক) প্রাকৃতিক পানিতে সেচ হলে

বৃষ্টি, নদী বা প্রাকৃতিক পানিতে উৎপাদিত ফসলে উৎপাদনের ১০% যাকাত দিতে হবে।

(খ) কৃত্রিম সেচ হলে

যদি সেচের জন্য খরচ করতে হয়, তবে ৫% যাকাত দিতে হবে।

হাদিসে এসেছে—

“যে জমি বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক পানিতে সেচ হয়, তাতে দশমাংশ; আর যে জমি সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, তাতে অর্ধ-দশমাংশ।”
— সহিহ বুখারি

যেসব ফসলে উশর প্রযোজ্য

ধান, গম, যব, খেজুর, আখ, ভুট্টা, ডাল, তিল, সরিষা ইত্যাদি।

যেসব ফসলে মতভেদ রয়েছে

শাকসবজি, ফলমূল ও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন উৎপাদনের উপর যাকাতের ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

খনিজ সম্পদের যাকাত

খনিজ সম্পদের পরিচয়

ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা, তামা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য।

খনিজ সম্পদের যাকাতের বিধান

যদি উত্তোলিত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। অধিকাংশ ফকিহের মতে, খনিজ সম্পদের উপর ২০% পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় হক বা যাকাত প্রযোজ্য হতে পারে, যদিও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত

ব্যবসায়িক সম্পদের পরিচয়

যে সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাকে ব্যবসায়িক সম্পদ বলা হয়। যেমন— দোকানের মালামাল, পাইকারি পণ্য, আমদানি-রপ্তানি পণ্য ইত্যাদি।

যাকাতের নিয়ম

এক বছর শেষে ব্যবসার সমস্ত পণ্যের বাজারমূল্য হিসাব করে নগদ অর্থের সাথে যোগ করতে হবে। এরপর ঋণ বাদ দিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

শেয়ার ও আধুনিক আর্থিক সম্পদের যাকাত

বর্তমান যুগে কোম্পানির শেয়ার, ব্যাংক ব্যালেন্স, সঞ্চয়পত্র ও বিভিন্ন বিনিয়োগ খাতে যাকাতের বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শেয়ারের যাকাত

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শেয়ার কিনলে বাজারমূল্যের উপর যাকাত দিতে হবে।
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হলে লাভ ও যাকাতযোগ্য সম্পদের অনুপাতে যাকাত নির্ধারণ করা হবে।

স্থায়ী সম্পদের যাকাত

ব্যক্তিগত ব্যবহারের বাড়ি, আসবাবপত্র, ব্যবহৃত গাড়ি ইত্যাদির উপর যাকাত নেই। তবে ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয় নিসাব পরিমাণ হলে যাকাতযোগ্য হবে।

যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ

ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম হলো যাকাত। এটি শুধু একটি অর্থনৈতিক ইবাদতই নয়; বরং সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং মানবিক সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যাকাত বণ্টনের নির্দিষ্ট খাতসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"নিশ্চয়ই সদকা (যাকাত) হলো ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হয়, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।"
— সূরা আত-তাওবা : ৬০

উপরোক্ত আয়াতে যাকাত বণ্টনের আটটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রত্যেকটি খাত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ফকির

ফকির হলো সেই ব্যক্তি যার নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এবং নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্যও নেই। তারা চরম অভাব-অনটনের মধ্যে জীবনযাপন করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না। ইসলামী শরিয়তে এ ধরনের মানুষকে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফকিরদের যাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদের দারিদ্র্য দূর করা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। অনেক ফকিহের মতে, একজন ফকিরকে এমন পরিমাণ যাকাত দেওয়া উত্তম, যাতে সে অন্তত মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়।

২. মিসকিন

মিসকিন এমন ব্যক্তি, যার কিছু আয় বা সম্পদ থাকলেও তা তার প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব নয়, কিন্তু জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত উপার্জনও করে না। অনেক সময় দেখা যায়, বাহ্যিকভাবে তারা স্বচ্ছল মনে হলেও বাস্তবে তারা আর্থিক সংকটে ভোগে।

ফকির ও মিসকিনের মধ্যে পার্থক্য হলো—ফকিরের অবস্থা অধিক করুণ এবং মিসকিনের তুলনায় তার অভাব বেশি। তবে উভয়েই যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত।

৩. যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী (আমিলীন)

যারা রাষ্ট্র বা ইসলামী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বণ্টনের কাজে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকে "আমিল" বলা হয়। এরা যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে, যদিও তারা ধনী হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাকাত ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার জন্য এ খাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য সংস্থায় যারা যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত, তারাও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব(অন্তর জয় করার জন্য)

যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা বা ইসলামের কল্যাণে সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাদেরকে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী করিম (সা.) এ শ্রেণির মানুষকে যাকাত প্রদান করতেন, যাতে তারা ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয় এবং মুসলিম সমাজের প্রতি সদয় মনোভাব পোষণ করে। বর্তমান যুগে অনেক আলেমের মতে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এ খাত কার্যকর হতে পারে।

৫. দাসমুক্তি

ইসলাম দাসপ্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাকাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো দাস-দাসী মুক্ত করা। অতীতে যেসব দাস নিজেদের মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ হতো, তাদের মুক্তির অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যেত।

বর্তমানে দাসপ্রথা প্রায় বিলুপ্ত হলেও মানব পাচার, অবৈধ আটক বা জুলুম-নির্যাতনের শিকার মানুষকে মুক্ত করতে এ খাতের নীতিগত প্রয়োগ নিয়ে সমসাময়িক আলেমগণ আলোচনা করেছেন।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

যে ব্যক্তি বৈধ কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হারিয়েছে, তাকে যাকাত দেওয়া যায়। যেমন—চিকিৎসা, ব্যবসায় ক্ষতি, পারিবারিক প্রয়োজন বা দুর্ঘটনার কারণে কেউ ঋণে জর্জরিত হলে সে এ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে শর্ত হলো, ঋণটি বৈধ কারণে হতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের পর তার নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

৭. ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কল্যাণমূলক ও দ্বীনি কার্যক্রমকে "ফি সাবিলিল্লাহ" বলা হয়। প্রাচীনকালে এর দ্বারা মূলত জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের বোঝানো হলেও আধুনিক যুগে ইসলামের প্রচার, দ্বীনি শিক্ষা, দাওয়াহ কার্যক্রম, ইসলামী গবেষণা এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণমূলক কাজে এ খাত প্রয়োগের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতামত রয়েছে।

তবে এ খাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরিয়তের সীমারেখা ও আলেমদের নির্দেশনা অনুসরণ করা জরুরি।

৮. ইবনুস সাবিল (মুসাফির)

ইবনুস সাবিল বলতে এমন মুসাফিরকে বোঝায়, যে সফরকালে অর্থসংকটে পড়েছে এবং গন্তব্যে পৌঁছার সামর্থ্য হারিয়েছে। যদিও নিজ দেশে সে ধনী হতে পারে, তবুও সফরের সময় প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ।

ইসলাম ভ্রমণরত অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতির শিক্ষা দিয়েছে। এ বিধানের মাধ্যমে পথিকদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

যাকাত বণ্টনের নীতিমালা

যাকাত বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন—

- যাকাত অবশ্যই নির্ধারিত আট খাতের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।
- যাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ, রাস্তা বা সেতু নির্মাণ করা যাবে না, যদি না তা সরাসরি কোনো যাকাতগ্রহীতার মালিকানায় যায়।
- যাকাত এমনভাবে প্রদান করা উত্তম, যাতে গ্রহীতা স্বাবলম্বী হতে পারে।
- নিকট আত্মীয় যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; তবে পিতা-মাতা, সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া যায় না।
- যাকাত প্রদানের সময় সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

ইসলামের যাকাত অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অনন্য উদাহরণ। এর মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয় এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য হ্রাস পায়। সঠিকভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করা হলে সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উচিত শরিয়তের বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে যাকাত আদায় করা এবং নির্ধারিত খাতে তা বণ্টন করা।

যাকাত কাকে দেওয়া যায় না

ইসলামে যাকাত একটি ফরজ ইবাদত এবং এটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের জন্য বরাদ্দ। যেমন যাকাতের হকদার নির্ধারিত রয়েছে, তেমনি কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে যাকাত প্রদান বৈধ নয়। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের যাকাত দেওয়া যাবে না।

১.নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে

যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। কারণ সে শরিয়তের দৃষ্টিতে ধনী হিসেবে গণ্য। যাকাতের উদ্দেশ্য হলো অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা; তাই ধনী ব্যক্তি যাকাতের উপযুক্ত নয়।

২. অমুসলিমকে

অধিকাংশ ফকীহের মতে ফরজ যাকাত অমুসলিমকে দেওয়া যায় না। কারণ যাকাত মুসলিম সমাজের দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য নির্ধারিত একটি ইবাদত। তবে সাধারণ সদকা, উপহার বা মানবিক সহায়তা অমুসলিমদের দেওয়া বৈধ।

৩. ঊর্ধ্বতন আত্মীয়-স্বজনকে

নিজের পিতা, মাতা, দাদা, দাদি, নানা, নানি এবং তাদের ঊর্ধ্বতন আত্মীয়দের যাকাত দেওয়া যায় না। কারণ তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তানের ওপর বর্তায়। একই কারণে সন্তান, নাতি-নাতনি ও তাদের অধস্তন বংশধরদেরও যাকাত দেওয়া বৈধ নয়।

৪. স্ত্রী বা স্বামীকে

স্বামী তার স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবেন না। কারণ স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর দায়িত্ব। অধিকাংশ ফকীহের মতে স্ত্রীও স্বামীকে যাকাত দিতে পারবেন না, কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে তাদের সম্পদগত উপকার পরোক্ষভাবে একে অপরের কাছেই ফিরে আসে।

৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনী শিশুকে

যদি কোনো শিশুর নিজস্ব সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় অথবা সে ধনী পরিবারের সন্তান হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে শিশু নিজে দরিদ্র হলে এবং তার নিজস্ব সম্পদ না থাকলে যাকাত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে।

৬. সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে

কাউকে কোনো কাজের মজুরি বা বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেওয়া বৈধ নয়। যেমন— শিক্ষক, কর্মচারী বা শ্রমিককে তাদের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে তারা যদি যাকাতের উপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তি হন, তাহলে পারিশ্রমিকের বাইরে যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

৭. মসজিদ, মাদরাসা বা জনকল্যাণমূলক স্থাপনা নির্মাণে

মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, কবরস্থান উন্নয়ন কিংবা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে সরাসরি যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কারণ যাকাতের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানানো (তামলীক) শর্ত। এসব প্রতিষ্ঠানে সেই শর্ত পূরণ হয় না।

৮. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের কাজে

মৃত ব্যক্তির কাফন, দাফন বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কারণ মৃত ব্যক্তি সম্পদের মালিক হতে পারেন না। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি দরিদ্র হন, তাহলে তাদের যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

৯. ঋণ হিসেবে

যাকাতের অর্থ কাউকে ঋণ হিসেবে দেওয়া বৈধ নয়। যাকাত দেওয়ার সময় তা যাকাতের নিয়তে মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে। পরে ফেরত নেওয়ার শর্ত থাকলে তা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে না।

১০. উপকার লাভের উদ্দেশ্যে

এমন কাউকে যাকাত দেওয়া উচিত নয়, যার মাধ্যমে দাতার ব্যক্তিগত আর্থিক লাভ বা সুবিধা ফিরে আসে। যাকাত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করতে হয়।

যাকাত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। তাই যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কেবল পরিমাণ নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং সঠিক ব্যক্তির হাতে তা পৌঁছে দেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। শরিয়ত যাদের যাকাত গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেছে, তাদেরকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। এজন্য যাকাত প্রদানের আগে প্রাপকের যোগ্যতা যাচাই করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব।

যাকাত ব্যয়ে ভুল-ত্রুটি

যাকাত প্রদানে ভুল হলে তার বিধান

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত। তাই যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রাপকের যোগ্যতা যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় যাকাতদাতা কাউকে দরিদ্র মনে করে যাকাত প্রদান করেন, কিন্তু পরে জানা যায় যে সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ছিল না। এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়েছে কি না—এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে।

একদল আলেমের মতে, যাকাতদাতা যথাসাধ্য অনুসন্ধান ও সতর্কতা অবলম্বন করার পর যদি ভুলক্রমে অযোগ্য ব্যক্তিকে যাকাত দিয়ে ফেলেন, তবে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং পুনরায় যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। কারণ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেননি।

তবে অন্য একদল আলেমের মতে, পরে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে যাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে সে যাকাতের হকদার ছিল না, তাহলে যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ যাকাতের অন্যতম শর্ত হলো তা বৈধ প্রাপকের কাছে পৌঁছানো।

হাদিসের আলোকে বিষয়টির ব্যাখ্যা

আবূল ইয়ামান (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

(পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে) এক ব্যাক্তি বলল, আমি কিছু সা’দকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। এতে সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল। আমি অবশ্যই সা’দকা করব।

এরপর সে সাদকা নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যাক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ধনী ব্যাক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমর সাদকা) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যাক্তির হাতে গিয়ে পড়লো! পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হল, তোমার সাদকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা থেকে বিরত থাকবে, তোমার সাদকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যাক্তি তোমার সাদকা পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে সাদকা করবে।[সহীহ বুখারী, ১৩৩৮]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার সঙ্গে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পর অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমল গ্রহণ করতে পারেন।

ভুল-ত্রুটি এড়ানোর উপায়

- যাকাত প্রদানের আগে প্রাপকের আর্থিক অবস্থা যাচাই করা।
- স্থানীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া।
- নিকট আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্রদের খোঁজ নেওয়া।
- যাকাত বিতরণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করা।

অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যায় কি?

নাস্তিক, ধর্মত্যাগী ও ইসলামবিরোধীদের যাকাত

ইসলামী আইনশাস্ত্রের অধিকাংশ আলেম একমত যে, ফরজ যাকাত মুসলিম সমাজের দরিদ্র সদস্যদের জন্য নির্ধারিত। তাই নাস্তিক, ইসলাম ত্যাগকারী (মুরতাদ) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের যাকাত দেওয়া বৈধ নয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

“আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করে দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করেছে।”
(সূরা আল-মুমতাহিনা: ৯)

এই শ্রেণির লোকদের যাকাত প্রদান করলে তা ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই তাদেরকে যাকাত দেওয়া শরিয়তসম্মত নয়।

শান্তিপূর্ণ অমুসলিম নাগরিকদের ব্যাপারে মতামত

প্রাচীন ফকীহদের অধিকাংশের মতে ফরজ যাকাত মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী কিছু অমুসলিম নাগরিকের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে সাহায্য করার বিষয়ে কিছু মতামত পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে ফরজ যাকাত মুসলিম দরিদ্রদের মধ্যেই বণ্টন করার বিধান অধিক গ্রহণযোগ্য।
তবে নফল সদকা, দান, উপহার, মানবিক সহায়তা ও কল্যাণমূলক সাহায্য অমুসলিমদের দেওয়া বৈধ এবং ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ।

যাকাত আদায় না করলে শাস্তি

ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের মধ্যে যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান। এটি শুধু আর্থিক ইবাদতই নয়; বরং সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন, দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম। কুরআন ও হাদীসে যাকাত আদায়ের প্রতি যেমন উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তেমনি যাকাত আদায় না করার জন্য কঠোর শাস্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না, সে আল্লাহর নিকট কঠিন গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হয়।

কুরআনের আলোকে যাকাত আদায় না করার শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠﴾ [ال عمران: ١٨٠]

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০]

এই আয়াতে কৃপণতা ও যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ যে সম্পদকে নিরাপত্তা ও সম্মানের মাধ্যম মনে করে, আখিরাতে সেটিই অপমান ও শাস্তির কারণ হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

"এবং যারা সোনা ও রূপা (টাকা-পয়সা) পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর"। [সূরা আত তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যারা সম্পদ জমা করে রাখে কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত হক তথা যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদই তাদের শাস্তির উপকরণে পরিণত হবে। এটি প্রমাণ করে যে, যাকাত কেবল দান নয়; বরং এটি গরিবের হক। এই হক আদায় না করা অন্যায় ও জুলুমের শামিল।

হাদীসের আলোকে যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
»مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ " ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ﴾ [ال عمران: ١٨٠] إِلَى آخِرِ الآيَةِ«
“যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দিলেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করলো না তার সম্পদকে বিষধর চুলওয়ালা সাপে পরিণত করা হবে। যার শিংয়ের মত দুটো বিষাক্ত দাঁত থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সাপ তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। এ দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন:

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ ﴾ [ال عمران: ١٨٠]
“আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৫।]

এই হাদীসে যাকাত না দেওয়া ব্যক্তির জন্য ভয়াবহ আযাবের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে সম্পদ মানুষ দুনিয়ায় ভালোবেসে জমা করে রাখে, সেই সম্পদই আখিরাতে শাস্তির রূপ ধারণ করবে।

হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ«

“যে সকল স্বর্ণ রৌপ্য (টাকা পয়সা) সঞ্চয়কারী সম্পদের হক (যাকাত) আদায় করে নি, সেগুলোকে কিয়ামতের দিন আগুনে দিয়ে পাত বানানো হবে। জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হবে আবার গরম করা হবে। সে দিনটির সময়ের পরিমাণ হবে হাজার। এ শাস্তি হবে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালার পূর্বে। এরপর জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে আর জাহান্নামীরা যাবে জাহান্নামে”।[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭।]

এই হাদীস সূরা আত-তাওবার আয়াতের ব্যাখ্যা বহন করে। এতে বোঝা যায়, যাকাত অস্বীকার করা বা অবহেলা করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ

হাদীসে এসেছে: জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ"

“যে সঞ্চিত সম্পদের মালিক তার পাওনা (যাকাত) আদায় করে নি, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ একটি বিষধর সাপ হয়ে আসবে। সাপটি মুখ হা করে তাকে ধাওয়া করতে থাকবে আর সে পালাতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে ডাক দিয়ে বলবেন,

তোমার সম্পদ গ্রহণ করো, যা তুমি সঞ্চয় করেছিলে। আমি তোমার সম্পদের মুখাপেক্ষী নই। যখন সে দেখবে যে সাপটি থেকে বাঁচা সম্ভব নয় তখন সে নিজেই তার মুখে হাত ঢুকিয়ে দিবে। সাপটি এমনভাবে তার হাত গ্রাস করবে যেমন উট ঘাস মুখে নেয়"।[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৮]

যাকাত অস্বীকার করার বিধান

ইসলামে যাকাত ফরজ হওয়া অকাট্য ও সর্বসম্মত বিধান। কেউ যদি যাকাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে ইসলামের একটি মৌলিক বিধান অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর কেউ যদি যাকাত ফরজ বলে বিশ্বাস করে কিন্তু অলসতা, কৃপণতা বা গাফিলতির কারণে আদায় না করে, তবে সে কঠিন গুনাহগার ও ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

যাকাত না দেওয়ার সামাজিক ক্ষতি

যাকাত আদায় না করলে শুধু ব্যক্তিগত গুনাহই হয় না; বরং সমাজেও ব্যাপক ক্ষতি সৃষ্টি হয়। ধনী-গরিবের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, দরিদ্র মানুষের অধিকার নষ্ট হয় এবং সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয়। যাকাত সমাজে সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই যাকাত আদায় না করা সামাজিক অবিচারেরও একটি কারণ।

যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং সম্পদের পবিত্রতার মাধ্যম। যারা যাকাত আদায় করে না, কুরআন ও হাদীসে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা এসেছে। একজন মুমিনের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথাসময়ে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়, গরিবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা পায়। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উচিত আন্তরিকতার সাথে যাকাত আদায় করা এবং এ ফরজ বিধান পালনে সচেতন থাকা।

যাকাতের আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা

- স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা মোহরানা যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ কারও কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে মোহরানার দেনা থাকার কারণে স্বামীর যাকাত মওকুফ হবে না। তবে স্ত্রীর হাতে মোহরানা বাস্তবে পৌঁছানোর আগে তার ওপর যাকাত ফরজ হয় না।
- হজ্জ করা, বাড়ি নির্মাণ, সন্তানদের বিবাহ, শিক্ষা বা অন্য কোনো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য জমিয়ে রাখা অর্থও যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তা নিসাব পরিমাণে পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে তার ওপর যাকাত আদায় করতে হবে।
- প্রাপকের হাতে যাকাতের সম্পূর্ণ অর্থ পৌঁছাতে হবে। বিকাশ, রকেট, ব্যাংক বা নগদ যেকোনো মাধ্যমে অর্থ পাঠানো যেতে পারে, তবে খরচ যাকাত দাতাকে দিতে হবে।
- অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না। এ ধরনের সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। মালিককে খুঁজে পাওয়া না গেলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।
- কর্মচারী বা শ্রমিকের নির্ধারিত বেতন, বোনাস কিংবা পারিশ্রমিককে যাকাত হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কারণ এটি তার প্রাপ্য অধিকার, যাকাত নয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে যাকাত প্রদানের প্রবণতা ব্যাপক হলেও এর অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। অনেক যাকাতদাতা আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী কিংবা পরিচিত দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে সরাসরি যাকাত বিতরণ করেন। ফলে যাকাতের প্রকৃত পরিমাণ, সঠিক বণ্টন এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের অধিকাংশ যাকাত ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিতরণ হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এখনও সীমিত।

বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থাপনার জন্য যাকাত বোর্ড থাকলেও এর কার্যক্রম এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অন্যদিকে বিভিন্ন ইসলামি ব্যাংক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে অংশগ্রহণ করছে। তবে একটি সমন্বিত জাতীয় কাঠামোর অভাব এখনও রয়ে গেছে।

এছাড়া অনেক মুসলমান যাকাতের বিধান, নিসাব, হিসাবপদ্ধতি এবং বণ্টন নীতিমালা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন না। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও বণ্টিত হয় না।

যাকাত ব্যবস্থাপনার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থার উন্নয়নের পথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। যেমন—

১. যাকাত সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব।

২. প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থার প্রতি আস্থার ঘাটতি।

৩. কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার ও তদারকি ব্যবস্থার অভাব।

৪. প্রকৃত দরিদ্র ও যাকাতগ্রহীতাদের সঠিক তালিকা না থাকা।

৫. অধিকাংশ যাকাতের অর্থ ভোগমূলক খাতে ব্যয় হওয়া এবং উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে ব্যবহার না হওয়া।

৬. যাকাত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাতের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে যাকাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে দেশের অর্থনীতিতে যাকাতের সম্ভাব্য পরিমাণ অত্যন্ত বড় এবং এটি কার্যকরভাবে সংগ্রহ ও বণ্টন করা গেলে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। গবেষকরা জাতীয় পর্যায়ে যাকাতের বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

যাকাতের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব—

১. দারিদ্র্য বিমোচন

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র ও অসহায় মানুষের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা। পরিকল্পিতভাবে যাকাত বণ্টন করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হতে পারে এবং দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

২. সম্পদের সুষম বণ্টন

সমাজের ধনী শ্রেণির সম্পদের একটি অংশ দরিদ্রদের মধ্যে স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো যায়। এর ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং ধনী-গরিবের ব্যবধান হ্রাস পায়।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি

যদি যাকাতের অর্থ ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় করা হয়, তবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারবে।

৪. টেকসই সামাজিক উন্নয়ন

শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুনর্বাসন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করলে সমাজে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

৫. ডিজিটাল যাকাত ব্যবস্থাপনা

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন যাকাত সংগ্রহ, হিসাব সংরক্ষণ এবং স্বচ্ছ বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এতে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং যাকাত ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হবে।

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যাকাত একটি শক্তিশালী কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বর্তমানে যাকাত প্রদানের প্রবণতা থাকলেও এর অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও অসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়। ফলে এর পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক যাকাত ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে যাকাত দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের সুষম বণ্টন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। তাই সরকার, ইসলামি প্রতিষ্ঠান, গবেষক এবং সচেতন নাগরিকদের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাকাতকে একটি কার্যকর জাতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করা সময়ের দাবি।

শেষ কথা

যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক ইবাদত এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। এটি শুধু সম্পদের ওপর আরোপিত একটি আর্থিক দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আত্মশুদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবকল্যাণের এক অনন্য মাধ্যম। যাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। ফলে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায়।

পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে সালাতের সঙ্গে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামে এর অপরিসীম গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা আল-বাকারা: ৪৩)। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত ইসলামের এমন একটি বিধান যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে। অন্যদিকে হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যাকাতকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন, যা এর ফরজ ও অপরিহার্য হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

যাকাতের ফজিলত অত্যন্ত ব্যাপক। এটি সম্পদকে পবিত্র ও বরকতময় করে, কৃপণতা ও লোভ থেকে মানুষকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি আখিরাতে মহাপুরস্কারের অধিকারী হবে, আর যারা যাকাত প্রদানে অবহেলা করে তাদের জন্য কুরআন ও হাদিসে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য যাকাতের বিধান জানা এবং যথাযথভাবে তা আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি বড় সমস্যা। ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এসব সমস্যার অনেকাংশে সমাধান সম্ভব। যাকাতের অর্থ সঠিকভাবে সংগ্রহ ও বণ্টন করা হলে অসহায়, দরিদ্র, এতিম, বিধবা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হতে পারে। ফলে একটি কল্যাণমুখী, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

এই গবেষণাপত্রে যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামতের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, যাকাত কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, যাকাত ইসলামের এক মহান বিধান, যা মানুষের আত্মিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উচিত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও আল্লাহভীতির সঙ্গে যাকাত আদায় করা এবং যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবনে বরকত, সমাজ জীবনে স্থিতিশীলতা এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে যাকাতের বিধান যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।